পুরাতনী

# শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা

## সংগ্রহ : স্বামী চেতনানন্দ

[**ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার** শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের এবং **স্বামী অসিতানন্দ** শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। তাঁদের লিখিত মাতৃস্মৃতি যথাক্রমে 'শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃরূপ' ও 'শ্রীশ্রীমায়ের ঠাকুরসেবা' নামে শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী রামকৃষ্ণ মঠ থেকে প্রকাশিত 'শ্রীমা সারদা' পত্রিকার যথাক্রমে তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় এবং সপ্তম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পূজনীয় স্বামী চেতনানন্দজী মহারাজ এই দুটি স্মৃতিকথা সংগ্রহ করে নিবোধত পত্রিকার জন্য পাঠিয়েছেন। নিবন্ধ দুটির ভাষা ও বানান অপরিবর্তিত রাখা হল।—সম্পাদিকা]

# শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃরূপ

সে অনেক দিনের কথা—পঞ্চাশ বছরেরও উপর হইবে। মায়ের যে দুই-দিনের ঘটনা দুইটি হৃদয়ে চির অঙ্কিত রহিয়াছে তাহাই আজ ভক্তিমান হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চারিত করিবে বলিয়া লিখিতেছি—

প্রথমটি—বাগবাজার গঙ্গার ধারে এক কাঠের দোতলা খোলার চালা বাড়ীর উপরের এক অপ্রশস্ত ঘরে ঘটেছিল। সেই ঘরে মঠের কপিল মহারাজ বা স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দজী (তখন বিলাসচন্দ্র চক্রবর্তী বলিয়া পরিচিত) এবং আমার অগ্রজ জগদীশকুমার মজুমদার—এই দুইজনে একত্র কিছুদিন বেকার-জীবন কাটাইয়াছিলেন। ইহারা ঢাকা থাকাকালীন শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে পূর্ব হইতেই পরস্পর আকৃষ্ট হন ও উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুভাব জন্মে। অজ্ঞাত অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে মানসিকভাব দুইয়েরই সমান ছিল তখন। কিন্তু দুইজনের উক্ত ঘরে বাস জীবনের এক উজ্জ্বল অংশবিশেষ বলিতে হইবে। প্রত্যহ প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় উভয়ে ঠাকুরের পটের সম্মুখে বসিয়া পাঠ, গান ও আলোচনা করিয়া দিনের পর দিন কাটাইতেছিলেন। শ্রীমা তখন বাগবাজারে বাস করিতেন এবং প্রাতে গঙ্গাস্নান

করিতে যাইতেন। গঙ্গায় যাইবার পথে ঐ বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতে হইত। একদিন উপরের ঘরে তাঁহাদের উচ্চারিত রামকৃষ্ণ নাম ও গান কর্ণগোচর হইলে মার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠে এবং স্নান করিয়া ফিরিবার সময় সঙ্গিনীকে লইয়া কাঠের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠেন ও চুপিচুপি দরজার কাছে যাইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। দরজা পেছনে করিয়া ঠাকুরের পটের দিকে মুখ করিয়া উপবিষ্ট, নামে মত্ত ভক্তদ্বয়ের সেদিকে তখন দৃষ্টি পড়ে নাই। কিছুক্ষণ পরে যখন দৃষ্টি পড়িল তখন তাঁহারা অবাক-বিহ্বল নয়নে শ্রীমার প্রসন্ন মূর্তি দর্শন করিতে লাগিলেন, উঠিয়া প্রণাম করিলে মা বলিলেন, ''ভক্তমুখে ঠাকুরের নাম শুনে না এসে থাকতে পারলাম না। (তখনকার দিনে ঠাকুরের ভক্তের সংখ্যা খুব কমই ছিল। বক্তৃতা উৎসবাদির ছড়াছড়ি ছিল না। ঠাকুরের নাম নিষ্ঠাপূর্বক করে এমন লোক বড় দুর্লভ ছিল।) তোমাদের আশীর্বাদ করি—তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হউক। ঠাকুরের কৃপালাভে জীবন ধন্য হউক।" মার এই আগমন ও আশীর্বাদের কথা তাঁহাদের মুখে কতবার শুনিয়াছি; বলিতে বলিতে নয়ন অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিত। এই আশীর্বাদের ফলে পরবর্তী জীবনে একজন (বিশ্বেশ্বরানন্দজী) শ্রীমার প্রিয় সেবক ও শিষ্য হন এবং আদর্শ সন্ন্যাসীর জীবন যাপনান্তে পরিণত বয়সে কাশীতে বিশ্বেশ্বরে বিলীন হন। অপরটি এই ঘটনার অল্পদিন পরেই ঠাকুরের প্রিয় অন্তরঙ্গ ভক্ত দেবেন্দ্রনাথের কৃপালাভ করেন ও আদর্শ শিক্ষক ও গৃহী জীবন যাপনান্তে পরিণত বয়সে সজ্ঞানে শ্রীগুরুর পাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে দেহরক্ষা করেন। বলাবাহুল্য উভয়ের দ্বারাই বহু ভক্ত পরিবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়টি ঘটে ইন্টালী শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়ে। ভক্তবর দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত এই অর্চ্চনালয়ের প্রথম সময়কার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে তথায় ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তগণ ও শ্রীমার আগমন হইত। যে ঘটনার কথা বলা হইতেছে তাহা শ্রীমার দ্বিতীয় কি তৃতীয়বার আগমনের কালে ঘটে।

উৎসবের দিন বেলা ১২টা নাগাৎ শ্রীমা এক সেকেন্ড ক্লাস ঘোড়ার গাড়ীতে (দরজা জানালা প্রায় বন্ধ) করিয়া আসিয়া উপস্থিত হন। সঙ্গে রাধু ও আর ২।১টি মহিলাও ছিলেন। মায়ের তো পাড়াগাঁয়ের কুলবধূটির মত সলজ্জ চলন—লম্বা ঘোমটা—মুখ দেখার জো নাই। মুখ তুলিয়া চোখাচোখী কাহারও সঙ্গে কথা বলেন না। কথা মৃদু ও স্বল্প। পূর্ব দুই বৎসর উৎসবের সময় মায়ের এই আবরু ভাব দেবেন্দ্রনাথের মোটেই পছন্দ হয় নাই; তাই এবার সুচতুর ভক্তকবি এক ফন্দি বাহির করিলেন। উৎসবের পূর্বে একটি গান রচনা করিয়া কৃষ্ণকুমার প্রভৃতি ছোকরার দলকে তালিম দিয়া ঠিক্ করিলেন। মা গাড়ী হইতে নামিয়া অর্চনালয়ে যেই প্রবেশ করিলেন অমনি ছেলেরা মাকে ঘেরিয়া গাহিতে লাগিল—

এল তোর দুষ্টু ছেলে
তুষ্ট করে নে মা কোলে।
যাব আর কার কাছে মা,
বাবা নিদয় গেছেন ফেলে
সুপুত্রে কুপুত্রে মাতা
প্রসবে পায় সমান ব্যথা।
এ কি মা দারুণ কথা
নাই ব্যথা তোর কুপুত্র বলে॥...

দেবগীত। এতক্ষণ মা নীরবে দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছিলেন। যেই

''সুপুত্রে কুপুত্রে মাতা প্রসবে পায় সমান ব্যথা
এ কি মা দারুণ কথা
নাই ব্যথা তোর কুপুত্র বলে।''

এই পদ কয়টি মা শুনিলেন অমনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। মায়ের সলজ্জ নীরব ভাব আর রহিল না। স্নেহবিগলিত করুণাময় মাতৃরূপ ধারণ করিলেন, ঘোমটা তুলিয়া দিয়া দেবেন্দ্রনাথকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, ছেলেদের এক এক করিয়া টানিয়া কোলের কাছে আনিলেন। আর জোরে জোরে বলিতে লাগিলেন— ''আমার আবার কুপুত্র! আমার আবার কুপুত্র! আয় কোলে আয়!'' দেবেন্দ্রনাথের আরক্তিম বদন অশ্রুধারায় প্লাবিত, শরীর পুলকে কম্পিত। ছেলেরা সব চারিদিকে আত্মহারা হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীমার এ মূর্তি পাতান মার নয়—দৈহিক মারও নয়—যথার্থ মাতৃরূপ যে কি তারই এক বিদ্যুৎ চমকানী মুহূর্তের জন্য খেলিয়া যাইল সে দিন! এ মা যে কতবড় সত্যিকার মা সেদিন অভিনয় করিয়া বুঝাইয়া দিলেন—''মা বলে ডেকেছ কী, কোলে তুলে নিয়েছি।"

# শ্রীশ্রীমায়ের ঠাকুরসেবা

শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুরের সন্তানদের যে ঠাকুরের সেবা আর নিষ্ঠা দেখেছি তা তাদিগে হারিয়ে [তাঁদের ছাড়া] সমস্ত ভারতের মন্দিরে মন্দিরে ভ্রমণ করে কোথাও দেখতে পাই না। বিগ্রহকে এমন জীবন্তরূপে প্রত্যক্ষ করে সেবা কোথাও দেখতে পাইনি। রামকৃষ্ণ মিশন থেকে বাইরে এসে, বহু মঠ মন্দির দর্শন করেছি এবং সাময়িকভাবে বাস করেছি, তথায় সেবা পূজাদি যা দেখেছি তা গতানুগতিক। কিন্তু মা ও ঠাকুরের সন্তানদের সেবা ছিল প্রত্যক্ষ দর্শনের সেবা। মা খুব ভোরে উঠতেন, তারপর প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে ঠাকুর তুলতেন। দেখে মনে হত প্রত্যক্ষ বিগ্রহকে তিনি জাগ্রত করে, উত্থান করছেন। তারপর ঠাকুরের দেহকে যত্নপূর্বক মার্জনা করে সিংহাসনে স্থাপন করতেন, সে যেন একটা জীবন্ত ব্যাপার। তিনি ঠাকুরকে স্নান করিয়ে যে অঙ্গমার্জনা করতেন, তা এতদূর সুকোমল কি ভাষা দিয়ে বর্ণনা করব তা খুঁজে পাচ্ছি না। গামছাখানি বিগ্রহের অঙ্গে এত সন্তর্পণে মার্জনা করতেন যেন ভয় পাচ্ছেন সামান্য কর্কশ ঘর্ষণে তাঁর আদরের সোহাগের বিগ্রহ কষ্ট না পায়। ওপর থেকে নীচের দিকে ধীরে ধীরে গামছাখানি সঞ্চালন করতেন। এমন ভাবে করতেন যেন গামছার কঠিন স্পর্শে তাঁর কোমল শরীরে আঘাত না লাগে। ঠাকুরের অঙ্গ অতি সুকোমল, একবার দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ভোগের লুচি শক্ত হয়েছিল, এবং সেই লুচি দুধে ভিজিয়ে দুধের সঙ্গে মাখবার সময় তাঁর কোমল করপল্লব ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিছল। ওপর থেকে নীচের দিকে গামছা সঞ্চালনের অর্থ বিপরীত ঘর্ষণে তাঁর কোমল অঙ্গে না আঘাত লাগে। তারপর ধীরে ধীরে তাঁকে সিংহাসনে স্থাপন করতেন। চন্দনে সর্বাঙ্গ বিচিত্র শোভায় রঞ্জিত করতেন। বেলপাতার ডগা দিয়ে বিন্দু বিন্দু চন্দন দিয়ে সর্বাঙ্গে মালা রচনা করে দিতেন।

ফুলগুলি এমন ভাবে তাঁর চরণে বিন্যস্ত করতেন

যে তাঁর যেন ভয় হচ্ছে ফুলের আঘাতে তাঁর ব্যথা না লাগে। তেমনি করেই তাঁর চরণে তুলসী বিল্বদল দান করতেন। স্নান করিয়ে পুষ্প, পত্র প্রদান করে তিনি ঠাকুরকে খেতে দিতেন। স্নানের পর মানুষের খাবার স্পৃহা জাগে। সুতরাং তিনি মন্ত্রতন্ত্র পাঠ করে—খেতে দেবার সময় অতিবাহিত করতেন না। আহার্য নিবেদন করে তদ্গত হৃদয়ে ঠাকুর যেন খাচ্ছেন এই ভাবে বিভোর হয়ে যেতেন। ঠাকুর খাচ্ছেন তিনি প্রত্যক্ষ করতেন। আমরা যখন ঠাকুরের বিষয় জিজ্ঞাসা করেছি তখন তিনি বলেছেন, তোমরা কেন দেখতে পাও না জানি না। আমি দেখি আমার গোপাল ঝুনঝুনু করে নূপুর বাজিয়ে খাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আসনে বসছেন আর আমার নিবেদিত দ্রব্যের সারাংশ গ্রহণ করছেন। দেখ ঠিক ঠিক ভোগ হলে ঠাকুরের চোখ থেকে একটা দিব্য জ্যোতি নৈবেদ্যর উপর পড়ে এবং ভগবান শুভ দৃষ্টি দিয়ে নিবেদিত দ্রব্যের সারাংশ গ্রহণ করেন।

একবার এক ভক্তের বাড়ীতে তিনি গিয়েছেন, সেখানে ঠাকুরকে ভোগ দেবার জন্যে তাঁকে প্রার্থনা করা হয়েছে। তিনি আসনে বসেছেন, ভক্তটি ধনী, বহু উপচারে ভোগ সামগ্রী রচিত হয়েছে। কিন্তু ঠাকুর যেন কিছুই গ্রহণ করতে পারছেন না। ঠাকুর শুদ্ধ ব্যক্তির শুদ্ধ নৈবেদ্য গ্রহণ করতেন। অশুদ্ধ ব্যক্তির ঐশ্বর্যের ভোগ গ্রহণ করতে পারতেন না। ঐ ভক্তটির এক সময়ে শুদ্ধ মন বুদ্ধি ছিল না, সেইজন্য ঠাকুর তার দত্ত জিনিষ গ্রহণ করতে পারছিলেন না। মা অনেক কাতর হয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন, ঠাকুর, অতীতে যাই করে থাক বর্তমানে আমাকে প্রাণের আবেগে ডেকে তোমার পূজার আয়োজন করছে। আমি একে ক্ষমা করেছি, তোমাকে এর দত্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করতেই হবে। ঠাকুর বললেন, শুদ্ধ অন্ন ভিন্ন আমার পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। মা বললেন, আমি যখন তোমার নামে এইসব দ্রব্য অভিমন্ত্রিত করেছি তখন তোমাকে এর কিছু না কিছু গ্রহণ করতেই হবে। তুমি না গ্রহণ করলে আমার প্রসাদ পাওয়া হবে না। আর এই ভক্তের দুঃখের শেষ থাকবে না। অনুতপ্তজনকে উদ্ধার করাই তোমার কার্য। পাপী তাপী, নীচাশয়কে তুমি ভিন্ন কে উদ্ধার করবে?

ভোগ নিবেদনের অনেক দেরী হতে লাগল। শেষে মায়ের অনুরোধে ঠাকুর সন্তুষ্ট হয়ে কেবলমাত্র পরমান্নের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। এইরূপে সেদিনের ভোগ সমাপন হলো। ভোগ সমাধা হতে একঘণ্টা বিলম্ব হলো। তারপর মা প্রণাম করে উঠে সেই ভক্তকে বললেন, আমি কেবল পায়েস প্রসাদ খাব আর কিছুই গ্রহণ করব না। মাকে ঠাকুরকে নিবেদিত পরমান্ন বিতরণ করা হল। মা তাই গ্রহণ করে তাঁর বাসগৃহে ফিরে এলেন। মা বলতেন, পূজা করলেই বা ভোগ নিবেদন করলেই ঠাকুর সব জিনিস গ্রহণ করেন? তা হয় না। দাতার পবিত্রতা চাই, পবিত্র লোকের পবিত্র নিবেদন তিনি সহজে গ্রহণ করেন। অপবিত্রের অনুতাপের তারতম্যে নিবেদন গ্রহণ হয় না। নিবেদন করে ব্যাকুল প্রার্থনা চাই, তবে ঠাকুর তা গ্রহণ করেন। অহংকারীর অশুদ্ধ নৈবেদ্য তিনি কোনদিন গ্রহণ করেন না। অহংকারীর পূজা অহংকারেই শেষ হয়।

জয়রামবাটীতে, উদ্বোধনে তাঁর যে সেবা পূজা দেখেছি তা যে সুধা স্বর্গীয়ভাবে পূর্ণ। আমার মতন দুর্বল ভাষাভাষীর ভাষণে কখনই ব্যক্ত হবে না। সে পূজা যোগীজন ধ্যানগম্য। তিনি যে আরাত্রিক করতেন সে আরাত্রিক স্বর্গীয় বিভায় মণ্ডিত থাকতো। হাতের যে ঘণ্টাধ্বনি হত, সে ধ্বনি যেন চিরকিশোরের নূপুর নর্তন। মৃদু মৃদু ধ্বনির তরঙ্গ, মধুর কাকলিতে কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিত। দ্রষ্টা ও শ্রোতারা অভিভূত হয়ে তাঁর স্বামীর

আরাত্রিক দর্শন ও শ্রবণ করতেন।

তিনি যখন ভোগ দিতেন তখন যেন বায়ু নিরুদ্ধ হয়ে যেত এবং এমন একটি দিব্যগন্ধ প্রবাহিত হত তা অপূর্ব। তারপর তিনি যখন শয়ন দিতেন সে যেন সত্য সত্যই সুকোমল শয্যায় তাঁর প্রিয়তমের অঙ্গ স্থাপন করেছেন। মশারী ফেলে, মশারীর উপর বিল্ব প্রভৃতি সুগন্ধ পুষ্পের মালায় সুরভিত করতেন। এইরূপে রাত্রি ৯টায় তাঁর স্বামী-পূজা সমাপন হত। ভোর তিনটার সময় তিনি শয্যা ত্যাগ করতেন, বৃদ্ধ বয়সে, রোগ শয্যাতেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। সে পূজা যে দেখেছে তার জীবন, জন্ম সার্থক হয়ে গেছে।

ধন্য তুমি মা, জগতজননী!
পরমাদর্শ স্বরূপধারিণী,
সবার করুণা প্রবাহকারিণী
ধন্য-ধন্য মা সারদামণি। ❀


## রামকৃষ্ণ সারদা মিশন মাতৃভবন

**প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উদ্‌যাপন**

৭এ, শ্রীমোহন লেন, কলকাতা–৭০০০২৬

ফোন: ৯১-৩৩-২৪৬৪ ৪১৮৯ / ৪৯৩৭, ২৪৬৬ ৮২০৭ / ৮২৭৩

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে মানবসেবায় ব্রতী মাতৃভবন হাসপাতাল এ-বছর **প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী** উদ্‌যাপন করতে চলেছে। এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। পরম পূজনীয় স্বামী গৌতমানন্দজী মহারাজ, সঙ্ঘাধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন এবং পরম পূজনীয়া প্রব্রাজিকা প্রেমপ্রাণামাতাজী, সঙ্ঘাধ্যক্ষা, শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

**◈ জনসভা ✦ ১৬.১১.২০২৫**

বিশেষ আকর্ষণ: সঙ্গীতশিল্পী **জয়তী চক্রবর্তী**

নজরুল মঞ্চ ✦ সকাল ১০টা–সন্ধ্যা ৭টা ✦ প্রবেশপত্রের জন্য মাতৃভবনে যোগাযোগ করুন ।

**◈ জনসভা ✦ ১৭.১১.২০২৫**

বিশেষ আকর্ষণ: সরোদ শিল্পী **আমান আলি খান**

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক ✦ বিকেল ৩:৩০–সন্ধ্যা ৭:৩০ ✦ প্রবেশমূল্য : ₹৫০০ / ₹৩০০

অনুষ্ঠানসূচি পরিবর্তনীয়। বিস্তারিত জানতে ☞ rksmmatribhavan.org